

# এইচ এস সি অর্থনীতি

## অধ্যায়-৬: মূলধন

**প্রশ্ন ১** 'অ' দেশে অনেকগুলো তেলের বৃহৎ খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় বিদেশি তেল উত্তোলনকারী কিছু কোম্পানি ঐ দেশের সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তেল উত্তোলন শুরু করে। এ কার্যক্রমে সরকারি তেল উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানও যুক্ত হয়। এসব কাজে দেশি-বিদেশি প্রচুর লোক নিয়োজিত হওয়ায় মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। আবার ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে মানুষের সঞ্চয়ের আগ্রহও বৃদ্ধি পায়। দেশে ব্যাংক বিমাসহ নানা রকম আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়। কিন্তু তেল ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্র সেভাবে বিকশিত না হওয়ায় ব্যাংকে অলস টাকা জমার পরিমাণ বাড়তে থাকে। অথচ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় দেশীয় কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে এমনটি হতো না।

(ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮' প্রশ্ন নং ৬)

- ক. মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. 'চলতি মূলধনকে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়'— কারণ কী? ২
- গ. 'অ' দেশে মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করো। ৩
- ঘ. 'অ' দেশের সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরের উপায় নিয়ে তোমার মতামত উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে, তাকে মূলধন বলে।

**খ** উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে চলতি মূলধনকে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়।

সাধারণত, সেসব মূলধন একবার ব্যবহার করলেই নিঃশেষ হয়ে যায় বা একবার ব্যবহার করলেই অন্যরূপ ধারণ করে, তাদেরকে চলতি মূলধন বলে। এ ধরনের মূলধন উৎপাদনক্ষেত্রে বৃত্তের মতো আবর্তিত হয়। যেমন— ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ হলো মূলধন। এই মূলধন তথা বীজ দ্বারা ধান উৎপাদিত হলে তার কিছু অংশ আবার বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এজন্যই চলতি মূলধনকে আবর্তিত মূলধনও বলা হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত 'অ' দেশে মূলধন গঠনে যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক ক্ষেত্রগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে, সেগুলো নিচে চিহ্নিত করা হলো।

মূলধন গঠন বলতে মূলত অধিক পরিমাণে মূলধনীসামগ্রী উৎপাদন ও মূলধন বৃদ্ধি এর প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। যেমন— মানুষ তার অর্জিত আয়ের কিছু অংশ ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। আর এই সঞ্চয়িত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হলেই মূলধন গঠিত হয়। তাই, যে দেশের সঞ্চয় গঠনের হার বেশি, সে দেশের মূলধন গঠনের হারও বেশি হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'অ' দেশটিতে অনেকগুলো তেলের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় সরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগের দ্বারা মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষের সঞ্চয়ের আগ্রহও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে দেশটিতে ব্যাংক-বিমাসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়েছে। যা মূলধন গঠনের ইতিবাচক দিক। কিন্তু, তেল ছাড়া অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্র বিকশিত না হওয়ায় ব্যাংকে তারল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে সঞ্চয়িত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হচ্ছে না তথা মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে।

**ঘ** উল্লিখিত 'অ' দেশের সঞ্চয়কে মূলধনে রূপান্তরের উপায় সম্পর্কিত আমার মতামত উদ্দীপকের আলোকে নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

মূলত সঞ্চয় হলো মূলধন গঠনের প্রাথমিক পর্যায়। যা 'অ' দেশ ইতোমধ্যে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন, এই সঞ্চয়িত অর্থ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উৎপাদনক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবহার করতে পারলেই

মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, সঞ্চয়িত অর্থকে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করতে পারলে তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করবে।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, 'অ' দেশটির মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সঞ্চয়ের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ব্যাংকে নগদ জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, সরকার দেশটিতে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করলে সঞ্চয়িত অর্থ বিনিয়োগে পরিণত হবে। অর্থাৎ, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হলে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশ আরও উন্নতি লাভ করবে।

আবার, 'অ' দেশটিতে ব্যাংক ঋণের ওপর সুদের হার কমানো হলে উদ্যোক্তারা বেশি ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হবে। এতে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করা হলেও বিনিয়োগ বাড়বে। সুতরাং বলা যায়, উপর্যুক্ত উপায়গুলো গ্রহণ করে সঞ্চয়কে মূলধনে পরিণত করা যাবে।

**প্রশ্ন ২** মি. 'খ' এর নিকট ৮০ লক্ষ টাকা আছে। তিনি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ঢাকায় একটি প্লট কিনেন। ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি দোকান ক্রয় করেন। দোকানে বিক্রয়ের জন্য ৫ লক্ষ টাকার দ্রব্যসামগ্রী কিনেন। ১০ লক্ষ টাকায় গ্রামে একটি লিচু বাগান কিনেন এবং বাগানের চারাগাছ বাবদ আরো ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বাকি টাকা মজুরি ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ নিজের কাছে রেখে দেন।

(রা. বো., কৃ. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮' প্রশ্ন নং ১০)

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. মূলধনের সঙ্গে সঞ্চয়ের সম্পর্ক কী? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. 'খ' এর স্থায়ী ও চলতি মূলধনের একটি সারণি তৈরি করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধির কোনো সুযোগ আছে কি? মতামত দাও। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মূলধন হলো মানুষের উৎপাদিত সম্পদের সেই অংশ যা পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

**খ** মূলধনের সাথে সঞ্চয়ের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লে মূলধন বাড়ে এবং সঞ্চয় কমলে মূলধন কমে।

সাধারণত মূলধন গঠন সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে। যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তখন এই সঞ্চয়িত অর্থ নানাভাবে বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়। একইভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পেলে মূলধন গঠনও হ্রাস পায়। অর্থাৎ সঞ্চয়ের সাথে মূলধনের সম্মুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

**গ** যেসব মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা যায়, তাদেরকে স্থায়ী মূলধন আর যেসব মূলধন একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায়, তাদেরকে চলতি মূলধন বলে।

নিচে উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে মি. 'খ' এর চলতি ও স্থায়ী মূলধনের একটি সারণি তৈরি করা হলো—

স্থায়ী মূলধন (টাকা)	চলতি মূলধন (টাকা)
১. প্লট — ৫০ লক্ষ	১. দ্রব্যসামগ্রী — ৫ লক্ষ
২. দোকান — ১০ লক্ষ	২. চারাগাছ — ১ লক্ষ
৩. লিচু বাগান — ১০ লক্ষ	৩. মজুরি ও অন্যান্য ব্যয় — ৪ লক্ষ
মোট — ৭০ লক্ষ	মোট — ১০ লক্ষ

এখানে মজুরি ও অন্যান্য ব্যয়

$$= \{ ৮০ - (৫০ + ১০ + ১০ + ৫ + ১) \} \text{ লক্ষ টাকা}$$

$$= (৮০ - ৭৬) \text{ লক্ষ টাকা} = ৪ \text{ লক্ষ টাকা।}$$



**৭** উদ্দীপকের মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য তিনি ব্যাংক ঋণ ও মুনাফার কিছু অংশ সঞ্চয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন।

সাধারণত মূলধন গঠন বা বৃদ্ধি নির্ভর করে আর্থিক সঞ্চয়, বিনিয়োগের সুযোগ এবং সুদের হারের ওপর। কোনো দেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকলে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয়। এতে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়। আবার, বিভিন্ন মেয়াদে আমানতের ওপর উচ্চহারে সুদ প্রদান করলে জনগণের সঞ্চয়ের আগ্রহ বাড়ে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ মূলধনী দ্রব্যাদি ক্রয়ে বিনিয়োগ করার জন্য উক্ত আমানত ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. 'খ' তার ব্যবসার জন্য চলতি মূলধনে ১০ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী মূলধনে ৭০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। যার মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে ঢাকায় একটি প্লট ক্রয় করেছেন। এখন তিনি ইচ্ছা করলে ব্যাংক ঋণ নিয়ে এই প্লটটিতে বহুতল ভবন তৈরি করতে পারেন। তথা তিনি তার ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধি করতে পারেন।

আবার, মি. 'খ' তার দোকানে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে যে মুনাফা পাবেন, তার পুরোটাই খরচ না করে তা পুনরায় বিনিয়োগ করতে পারেন। অর্থাৎ মুনাফার কিছু অংশ সঞ্চয় করে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারবেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, মি. 'খ' এর ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

**প্রশ্ন ৩** ২০১৫ সালের জুলাই মাসে 'A' দেশের মোট ১০,০০০ কোটি টাকার মূলধন ছিল। ২০১৬ সালের জুন মাসে দেশের মোট মূলধনের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,০০০ কোটিতে দাঁড়ালো। উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। এদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা হলো মূলধনের সমস্যা। এক্ষেত্রে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মূলধন গঠনের পথে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ যেমন— স্বল্প আয়, জানমালের নিরাপত্তাহীনতা, অপরিাপ্ত ব্যাংকিং কাঠামো, অশিক্ষা ইত্যাদি সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

(টা. কো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭)

- ক. মূলধন গঠন কী? ১
- খ. অনুরূপ দেশে মূলধন গঠনের হার কম কেন? ২
- গ. মূলধন গঠন ও নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যা মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে। যেমন— যন্ত্রপাতি, কারখানা, কাঁচামাল ইত্যাদি।

**খ** অনুরূপ দেশে জনগণের মাথাপিছু আয় স্বল্প হওয়ার কারণে মূলধন গঠন কম হয়।

সাধারণত অনুরূপ দেশে জনগণের আয় কম হয়। এর ফলে সঞ্চয় কম হয়। সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম ফলে মূলধন গঠনও কম। তাই বলা যায়, অনুরূপ দেশে জনগণের আয় কম হওয়ায় মূলধন গঠনের হার কম।

**গ** একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ যে পরিমাণ মূলধনসামগ্রী বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তাই হলো মূলধন গঠন। আর এই গঠিত মূলধন থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায়, তা-ই হলো নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ তথা নিট মূলধন গঠন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, 'A' দেশে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪,০০০ কোটি টাকা। কাজেই এই এক বছরে মূলধন গঠনের পরিমাণ (১৪,০০০—১০,০০০) বা ৪,০০০ কোটি টাকা। আরো লক্ষ করা যায়, উক্ত সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১,৫০০ কোটি টাকা। সুতরাং নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ (৪,০০০ — ১,৫০০) = ২,৫০০ কোটি টাকা।

**ঘ** বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকার নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারে।

মূলধন গঠনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো স্বল্প আয়। এই সমস্যা সমাধানে সরকার 'A' দেশের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ও অব্যবহৃত থাকা

সঞ্চয়সমূহ ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল গঠন করতে পারে।

আবার, জানমালের নিরাপত্তা না থাকলে সাধারণ মানুষ বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। তাই সরকারকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

'A' দেশটিতে অপরিাপ্ত ব্যাংকিং কাঠামোর কারণে মূলধন গঠন ব্যাহত হচ্ছে। তাই, সরকারকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে সেখানে সঞ্চয় সংগৃহীত হবে এবং মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দীপকে 'A' দেশটিতে জনগণের শিক্ষার হার কম থাকায় সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না। তাই সরকার অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা ও গণশিক্ষা ইত্যাদি চালু করতে পারে। এতে জনগণ শিক্ষিত হলে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হবে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে।

**প্রশ্ন ৪** সম্প্রতি রসুলগঞ্জ গ্রামে পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপিত হয়েছে। গ্রামটি একেবারে ছোট নয়। গ্রামের অধিকাংশ লোক প্রান্তিক চাষি ও মৎস্যজীবী। উক্ত ব্যাংকের তরুণ কর্মীরা গ্রামবাসীদের ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি, সঞ্চয়ের উপকারিতা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণের উপায়, সম্পদের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে বোঝাতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল উক্ত গ্রামের পুরুষ-মহিলারা তাদের স্বল্প সঞ্চয় ব্যাংকে জমাতে শুরু করেছেন। অল্প দিনের মধ্যে উক্ত ব্যাংকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি শুরু হয়ে যায়।

(টা. কো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭)

- ক. নিম্নজ্ঞমান মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. 'মূলধন সঞ্চয় দ্বারা সৃষ্টি'— কথটি বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের সমস্যা উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. কী কী বিষয়ের উপর ভিত্তি করে মূলধন গঠিত হয় তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে মূলধন কেবল এক জাতীয় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য ক্ষেত্রে বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না তাকে নিম্নজ্ঞমান মূলধন বলে; যেমন— কাঠের লাঙ্গল।

**খ** মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতে ভোগের জন্য রেখে দেয় তাই হলো সঞ্চয়।

সঞ্চিত অর্থ উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করা হলে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত তথা মূলধন সৃষ্টি হয়। সেজন্য মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ানো আবশ্যিক। সুতরাং বলা যায়, মূলধন সঞ্চয় দ্বারা সৃষ্টি।

**গ** মূলধন গঠনের প্রক্রিয়াটি তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। এ স্তরগুলো হলো: আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চয় সংগ্রহ ও আর্থিক সঞ্চয়কে বিনিয়োগ করে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর। বাংলাদেশে মূলধন গঠনের স্তরগুলোতে কিছু কিছু বাধা থাকায় মূলধন গঠনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। নিচে উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠনের কতিপয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হলো—

বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান ও উন্নয়নশীল দেশে অধিকাংশ গ্রামের জনগণ রসুলগঞ্জ গ্রামের জনগণের মতোই দরিদ্র। তাদের বেশির ভাগই প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন কৃষক এবং মৎস্যজীবী। এদের আয় খুব কম। এরকম স্বল্প আয় ও ব্যাপক দারিদ্র্যের জন্য দেশে সঞ্চয়ের হার খুব কম। তাছাড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকে টাকা রাখার অভ্যাস গড়ে ওঠে না। তাই সমাজের ব্যক্তিগত আর্থিক সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। সুতরাং স্বল্প আয়, অপ্রতুল সঞ্চয়, ব্যাংকিং সেবার অভাব মূলধন গঠনকে ব্যাহত করে।

রসুলগঞ্জ গ্রামের মতো বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক ও বিমা কোম্পানির শাখা খুবই কম। তাই পল্লি অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা নেই।

মূলধন গঠনের এসব সমস্যার জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়।



**৭।** কোনো দেশে মূলধন গঠন বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ করা হলো:

আর্থিক সঞ্চার সৃষ্টি হলো মূলধন গঠনের প্রথম স্তর। পুঁজিবাদী ও মিশ্র সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চার, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চার ও সরকারি সঞ্চার থেকে আর্থিক সঞ্চার সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চার সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চারই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চার নির্ভর করে তার সঞ্চারের সামর্থ্য ও সঞ্চারের ইচ্ছার ওপর। মূলত আয়ের ওপরই মানুষের সঞ্চারের সামর্থ্য নির্ভর করে। আয় বেশি হলে সঞ্চার বেশি হয়। সঞ্চারের সামর্থ্যের সাথে সাথে সঞ্চারের ইচ্ছা থাকলেই কেবল সঞ্চার বাড়ে এবং মূলধন গঠন সম্ভব হয়। সঞ্চারের ইচ্ছা আবার বেশ কয়েকটি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। এগুলো হলো: দূরদৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ থেকে অধিক-সঞ্চার সৃষ্টি, উচ্চাশা ও মর্যাদা লাভ, পারিবারিক স্নেহ-মমতা, জানমালের নিরাপত্তা ইত্যাদি। সঞ্চার বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনে এবং সমাজে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে বলে মর্যাদা লাভের আশায় অনেকে সঞ্চার করে। পরিবারের প্রতি স্নেহশীল ব্যক্তিরা পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে সঞ্চার বৃদ্ধির চেষ্টা করে। উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়, গ্রামের পল্লি সঞ্চার ব্যাংকের তরুণ কর্মীরা রসুলগঞ্জ গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সঞ্চারের ইচ্ছা বাড়ানোর জন্য এসব বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

দেশে সঞ্চার সৃষ্টি হলেই মূলধন গঠিত হয় না; যতক্ষণ না তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সংগৃহীত ও বিনিয়োগের জন্য যোগান দেওয়া হয়। মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্য রূপান্তর দরকার। এ জন্য প্রয়োজন হলো দেশে সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক বুন্যাদ গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

**প্রশ্ন ৫।** মি. Y তার সঞ্চিত ২০০ কোটি টাকা ও ব্যাংক ঋণের ৩০০ কোটি টাকায় একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করলেন। সেখানে তিনি ১০ কোটি টাকায় কেনা জমির ওপর ৫০ কোটি টাকার ভবন নির্মাণ করেছেন। কারখানার জন্য ৩৫০ কোটি টাকার ভারি যন্ত্রপাতি, ২০ কোটি টাকার যানবাহন, যানবাহনের জন্য জ্বালানি ২ কোটি টাকা এবং কাপড় বাবদ ৬০ কোটি টাকা খরচ করলেন। তিনি দেখলেন তার কারখানায় ক্ষমতার মাত্র ৭০% ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি আরও ১০০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়ে মূলধন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

(চ. বো. '১৭/ প্রশ্ন নং ৭)

- ক. মূলধনের গতিশীলতা কাকে বলে? ১
- খ. সঞ্চারের সামর্থ্যের ওপর মূলধন গঠন নির্ভর করে— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে কারখানার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মি. Y তার কারখানার জন্য আরও ঋণ নিয়ে মূলধন বৃদ্ধি করবেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মূলধনসামগ্রী একস্থান হতে অন্যস্থানে, এক শিল্প হতে অন্য শিল্পে এবং এক ধরনের ব্যবহার হতে অন্য ধরনের ব্যবহারে স্থানান্তর করাকেই মূলধনের গতিশীলতা বলে।

**খ.** সঞ্চারের সামর্থ্যের ওপর মূলধন গঠনের হার নির্ভর করে। তবে এ সঞ্চারের সামর্থ্য মানুষের আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আয় বেশি হলে সঞ্চারের সামর্থ্য বেশি হয় এবং আয় কম হলে সঞ্চারের সামর্থ্য কম হয়। মানুষের জীবনধারণের ব্যয়ভার বহন করার পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তাই সঞ্চার। ফলে যে দেশে আয় বেশি সে দেশে সঞ্চারের পরিমাণ বেশি। এ কারণে এসব দেশে মূলধন গঠনের হারও বেশি। সুতরাং মানুষের সঞ্চারের সামর্থ্যই হলো মূলধন গঠনের প্রধান উৎস।

**গ.** উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মি. Y তার সঞ্চিত অর্থ ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেছেন। এ কাজে তিনি স্থায়ী ও চলতি মূলধন বাবদ অনেক টাকা ব্যয় করেছেন। নিচে উদ্দীপকের আলোকে তার কারখানার স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো:

**চলতি মূলধন:** যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহৃত হয় এবং তারপর নষ্ট হয়ে যায় বা তার রূপগত বা আকারগত পরিবর্তন ঘটে তাই হলো চলতি মূলধন। সে হিসেবে মি. Y এর কারখানায় চলতি মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় নিম্নরূপ:

মি. Y এর সঞ্চিত টাকা .....	২০০ কোটি টাকা
ব্যাংক ঋণ .....	৩০০ কোটি টাকা
জ্বালানি .....	২ কোটি টাকা
কাপড় .....	৬০ কোটি টাকা
মোট = ৫৬২ কোটি টাকা	

**স্থায়ী মূলধন:** যে মূলধন উৎপাদন কাজে বার বার বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হয় তাই হলো স্থায়ী মূলধন। সে হিসেবে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো নিম্নরূপ:

জমি ক্রয়.....	১০ কোটি টাকা
ভবন নির্মাণ.....	৫০ কোটি টাকা
ভারি যন্ত্রপাতি ক্রয় .....	৩৫০ কোটি টাকা
যানবাহন.....	২০ কোটি টাকা
মোট = ৪৩০ কোটি টাকা	

সুতরাং মি. Y এর চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো ৫৬২ কোটি এবং স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো ৪৩০ কোটি টাকা।

**৭।** উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, মি. Y তার কারখানার জন্য এ যাবৎ চলতি ও স্থায়ী মূলধন বাবদ ৯৯২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এ বিপুল পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করেও তিনি সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন, কারখানাটি তার উৎপাদন ক্ষমতার পুরোটাই ব্যবহার করতে পারে না।

মি. Y দেখলেন তার কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার ৭০% ব্যবহৃত হচ্ছে; বাকি ৩০% উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃতই থেকে যাচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন কম হচ্ছে, এবং কারখানার অভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচের সুবিধা ঠিকমতো ভোগ করা যাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় তেমন কমছে না এবং মুনাফাও বাড়ছে না।

স্থির উপকরণের সাথে পরিবর্তনীয় উপকরণের সার্বিক সমন্বয়ের অভাবে উৎপাদন কম হয় ও গড় খরচ তেমন কমে না। এ অবস্থায় পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আর পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহ অধিক পরিমাণে সংগ্রহের জন্য অধিক চলতি মূলধন প্রয়োজন। এ অবস্থায় প্রেক্ষিতে কারখানার পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে পরিবর্তনীয় উপকরণসমূহ নিয়োগের জন্য মি. Y আরো ১০০ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ নিয়ে তার চলতি মূলধন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

**প্রশ্ন ৬।** মি. হুমায়ুন কবির আইসক্রিম ফ্যাক্টরি স্থাপনে ৫০,০০,০০০ টাকার জমি ক্রয়, ১ লক্ষ টাকার পরিবেশবান্ধব বর্জ্য প্লান্ট স্থাপন, ৫,০০০ টাকার আইসক্রিমের কাঠি ও বাস্ক, ২ লক্ষ টাকার চিনি, দুধ ও রাসায়নিক উপাদান, ৩৫,০০০ টাকা শ্রমিকের বেতন, ১ লক্ষ টাকা কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়ার জন্য বিনিয়োগ করলেন। কিন্তু বছরের সবসময় এ ব্যবসা ভালো থাকে না। সম্প্রতি তিনি কুয়াকাটা বেড়াতে গিয়ে সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলেন এবং পূর্বে বিনিয়োগিত মূলধনের আংশিক স্থানান্তর করে পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেল চালু করেন। বছরের সবসময় দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক সেখানে প্রায় ভরপুর থাকে। দিন দিন সেখানে আরও পর্যটক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(চ. বো. '১৭/ প্রশ্ন নং ৮)

- ক. মূলধন গঠন কী? ১
- খ. সুদের হার মূলধন গঠনকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মি. হুমায়ুন কবিরের বিনিয়োগকৃত মূলধনের শ্রেণিবিভাগ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. মি. হুমায়ুন কবিরের মূলধন কুয়াকাটায় স্থানান্তরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে যে পরিমাণ মূলধন অর্থনীতিতে সংযোজিত হয় তাকে মূলধন গঠন বলে।



■ **মূলধন হ'ল বৈশিষ্ট্য** হয় তবে জনগণ বর্তমান ভোগ থেকে বিরত হতে সক্ষম হওয়া হয়, যা মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

■ **মূলধন হলো** মূলধন গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। কোনো দেশে **মূলধন বৈশিষ্ট্য** হলে সেখানে মূলধন গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। আবার সঞ্চয় নির্ভর করে সুদের হারের ওপর। সুদের হার বেশি হলে মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বাড়ে, অর্থাৎ অধিক সুদের হার মানুষকে অধিক সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে যা মূলধন গঠনে সহায়ক। সুদের হার এভাবে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

■ **মি. হুমায়ুন কবির আইসক্রিম ফ্যাক্টরি স্থাপন করতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের মূলধন ব্যবহার করেন।** নিচে তার মূলধনের শ্রেণিবিভাগ করা হলো:

১. **নিমজ্জমান মূলধন:** যে মূলধন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে। মি. হুমায়ুন কবিরের কেনা পরিবেশবান্ধব বর্জ্য প্লাস্টিক হলো এ জাতীয় মূলধন। এটি কেবল বর্জ্য পরিশোধন ও প্রক্রিয়াজাতকরণেরই কাজে লাগে।

২. **চলতি মূলধন:** যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে তার রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে। এ ধরনের মূলধন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে বৃত্তের মতো আবর্তিত হয় বলে একে আবর্তিত মূলধনও বলে। মি. হুমায়ুন কবিরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আইসক্রিমের কাঠি ও বাস্ক, চিনি, দুধ, রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদি হলো চলতি মূলধন। তাছাড়া শ্রমিকদের বেতন ও বাড়ি ভাড়া বাবদ বিনিয়োগিত অর্থও চলতি মূলধনের অন্তর্গত। সুতরাং, মি. হুমায়ুন কবিরের বিনিয়োগকৃত মূলধন নিমজ্জমান ও চলতি মূলধনের অন্তর্গত।

■ **মি. হুমায়ুন কবির তার মূলধনের একাংশ কুয়াকাটায় স্থানান্তর করে** সেখানে তার একটি পাঁচ তারকা আবাসিক হোটেলের কাজে বিনিয়োগ করেছেন। মূলধনের গতিশীলতার ফলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। মি. হুমায়ুন কবিরের কুয়াকাটায় মূলধনের স্থানান্তরের দরুন ভবিষ্যতে সেখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধন এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

মি. হুমায়ুন কবিরের কুয়াকাটায় মূলধন স্থানান্তরের ফলে ভবিষ্যতে সেখানে বিদেশি পর্যটকদের আগমন ঘটবে যা দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে সহায়ক হবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা থাকলে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মূলধনী দ্রব্যের ব্যবহার ঘটবে; ফলে এ খাতদ্বয়ের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান ও উত্তোলন, সকল অঞ্চলের সুসম উন্নয়ন, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক মূলধনী দ্রব্যের প্রয়োজন পড়ে। মূলধন গতিশীল হলে তা এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। দেশের সর্বত্র মূলধন গতিশীল হলে সকল খাতের মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে।

মূলধনের গতিশীলতা মূলধনকে এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে আঞ্চলিক ধনবৈষম্য হ্রাসে সহায়তা করে। আন্তর্জাতিক লেনদেন প্রক্রিয়া, বৈদেশিক বিনিময় হার, উন্নত প্রযুক্তির স্থানান্তর ও অন্তঃপাদিত দ্রব্য আমদানি ইত্যাদির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ মূলধনের গতিশীলতার মাধ্যমে সম্ভব হয়।

সুতরাং বলা যায়, মি. হুমায়ুন কবিরের মূলধন কুয়াকাটায় স্থানান্তরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

■ **প্রশ্ন ৭।** মি. করিম একটি নিটওয়্যার ফ্যাক্টরির মালিক। ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারিতে তার ফ্যাক্টরিতে মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। প্রতি বছর ১০% হারে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার হার বাড়ানো, সঞ্চয়ের ওপর কর হার হ্রাস, কম সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান ও অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

(সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭)

- ক. স্থায়ী মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. মূলধন কেন একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান? ২
- গ. মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় ৩,০০০ টাকা হলে ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে তার ফ্যাক্টরির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূলধন বৃদ্ধির জন্য কীরূপ ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে করো? ৪

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

■ **ক** যেসব মূলধন জাতীয় দ্রব্যসামগ্রী দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং উৎপাদন কাজে বার বার ব্যবহৃত হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে।

■ **খ** মূলধন হলো মনুষ্যসৃষ্ট উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি অধিক উৎপাদনে সাহায্য করে; তবে উৎপাদনে এ সাহায্য করার কাজটি মূলধন নিজে করতে পারে না।

মূলধন মনুষ্য-সৃষ্ট হওয়ায় মানুষের সহযোগিতায় তা উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। তাছাড়া সংগঠকের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমিকের শ্রম ছাড়া মূলধনের নিজস্ব কোনো কার্যক্ষমতা নেই। এজন্য মূলধনকে একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।

■ **গ** উদ্দীপকটি পড়ে জানা যায়, ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারিতে মি. করিমের নিটওয়্যার ফ্যাক্টরির মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৬ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ	১,০০,০০০ টাকা
(ii) মূলধনের বৃদ্ধি (১০%)	১০,০০০ টাকা
	১,১০,০০০ টাকা

প্রতিবছর ১০% হারে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়ায় ১ জানুয়ারি ২০১৭ সালে তার মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

(i) মূল মূলধনের পরিমাণ	১,১০,০০০ টাকা
(ii) মূলধনের বৃদ্ধি (১০%)	১১,০০০ টাকা
	১,২১,০০০ টাকা

মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দেওয়ার পর মূলধনের পরিমাণ দাঁড়াবে:

	১,২১,০০০ টাকা
মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয়	(-) ৩,০০০ টাকা
	১,১৮,০০০ টাকা

∴ ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে মি. করিমের নিটওয়্যার ফ্যাক্টরির নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ হলো—

$$১,১৮,০০০ \text{ টাকা} - ১,০০,০০০ \text{ টাকা} = ১৮,০০০ \text{ টাকা।}$$

■ **ঘ** অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল মূলধন ও তার দ্রুত বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। তাই সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সরকার কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকার-গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি আবশ্যিক। উপযুক্ত শিক্ষা মানুষকে সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে বলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সঞ্চয়মুখী করে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। দেশে বর্তমানে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারিবারিক স্নেহ-মমতা বৃদ্ধি, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি, মিতব্যয়ী হওয়া ইত্যাদি গুণাবলির উন্মেষ ঘটবে। এছাড়াও স্কুল পর্যায়ে ব্যাংকিং সুবিধা শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

উচ্চ করহার সঞ্চয় বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। তাই দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য আয়করের হার অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় যথেষ্ট কম রেখেছে। অন্যান্য কর ও শুল্কহারও তুলানামূলকভাবে কম। তাই এ অবস্থা মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

সরকার দেশে কলকারখানা স্থাপন, সেবা খাতের সম্প্রসারণ ইত্যাদিতে মূলধনের যোগান বৃদ্ধির জন্য তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্ররোচিত করেছে। তাদেরকে সরকারের কৃষিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করেছে। আশা করা যায়, এসবের ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়বে। তাছাড়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন। বর্তমান সরকার দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দেশে মূলধন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



**প্রশ্ন ৮** কামাল সাহেব স্বল্প পুঁজি নিয়ে ঢাকা শহরে একটি পোষ্টি শিল্প স্থাপন করে। উৎপাদন খরচ বেশি হওয়ার কারণে লাভ করতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি কাঁচামাল ও শ্রমের সহজলভ্যতার কারণে শহর ছেড়ে গ্রামে পোষ্টি শিল্প স্থানান্তর করেন। এতে গ্রামের কিছু বেকার লোকেরও কর্মসংস্থান হয় এবং তিনিও লাভবান হন। /বি.বো. ১৭১ প্রশ্ন নং ৭/

- ক. মূলধন কী? ১  
খ. সঞ্চয় কীভাবে মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে? ২  
গ. কামাল সাহেবের গ্রামে লাভবান হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. কামাল সাহেবের শহরেও পোষ্টি শিল্পে লাভবান হওয়ার উপায় আছে কি? মতামত দাও। ৪

#### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যে উপাদানটি পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে।

**খ** সঞ্চয় বাড়লে মূলধন বাড়ে, আর সঞ্চয় কমলে মূলধন কমে, এভাবে সঞ্চয় মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করে। যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন মূলধন গঠনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আবার যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় তখন মূলধন গঠনের পরিমাণও হ্রাস পায়। সুতরাং সঞ্চয়ের সাথে মূলধন গঠনের সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। এভাবে সঞ্চয় মূলধন গঠনকে প্রভাবিত করে।

**গ** কামাল সাহেবের গ্রামে লাভবান হওয়ার কারণ হলো শ্রম ও উপকরণের সহজলভ্যতা।

দেশের সীমানার মধ্যে মূলধন একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করাকে মূলধনের ভৌগোলিক গতিশীলতা বলে। মূলধনের গতিশীলতার পেছনে শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণের সহজলভ্যতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোনো অঞ্চলে শ্রম পাওয়া যায় বলে বিনিয়োগকারীরা উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য সেখানে মূলধন স্থানান্তর করে। আবার কোনো এলাকায় যদি কোনো শিল্পের কাঁচামাল সহজলভ্য হয় তাহলেও বিনিয়োগকারীরা সেখানে মূলধন স্থানান্তরে উৎসাহিত হয়।

উদ্বীপকের কামাল সাহেবের পোষ্টি শিল্প শহরে হওয়ায় এর উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। তাই তিনি তার পোষ্টি শিল্প গ্রামে স্থানান্তর করেন। গ্রামে তিনি সহজে ও কম মজুরিতে অনেক শ্রমিক পান। আবার পোষ্টি ফার্মের জন্য অনেক পানি ও আলো-বাতাসের প্রয়োজন হয়, যা তিনি গ্রামে অনেক কম খরচে প্রাকৃতিকভাবে পেয়ে থাকেন। এর ফলে কামাল সাহেবের পোষ্টি শিল্পে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়। মূলত এসব কারণেই কামাল সাহেব গ্রামে শিল্প স্থানান্তর করে লাভবান হন।

**ঘ** কামাল সাহেবের শহরেও পোষ্টি শিল্পে লাভবান হওয়ার উপায় আছে, তবে তা বেশ কষ্টকর।

কামাল সাহেবের গ্রামে পোষ্টি শিল্প স্থানান্তরের মূল কারণ ছিল উৎপাদন খরচ বেশি হওয়া। গ্রামে তিনি কম খরচে শ্রম ও উৎপাদনের উপকরণগুলো পেয়েছেন বলে লাভবান হয়েছেন। তবে শহরেও শ্রম ও উপকরণগুলোর যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি লাভবান হতে পারতেন।

শহরে লাভবান হওয়ার জন্য কামাল সাহেব কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। এজন্য প্রথমেই তার পোষ্টি শিল্পটি খোলামেলা জায়গায় স্থাপন করা উচিত যাতে কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কাজে লাগানো যায়। এছাড়া তিনি গ্রাম থেকে (যেখানে শ্রমের সহজলভ্যতা রয়েছে) প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক তার পোষ্টি শিল্পে স্থানান্তর করতে পারেন। এতে তার উৎপাদন খরচ কম হবে। এভাবে তিনি শহরেও লাভবান হতে পারবেন।

যদিও কামাল সাহেব উল্লিখিত পন্থায় শহরেও লাভবান হতে পারেন, তবে শহরে খোলামেলা জায়গায় পোষ্টি শিল্প স্থাপন করা এবং শ্রমের অবাধ ব্যবহার ও শ্রমের সংস্থান করা বেশ কষ্টসাধ্য একটি ব্যাপার।

**প্রশ্ন ৯** মিসেস 'Y' একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির ওপর একাধিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'বাঁচতে দাও' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানের আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। এরপর তিনি সরকার ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে আরো ৫ লক্ষ টাকার ঋণ গ্রহণ করেন।

/বি.বো. ১৭১ প্রশ্ন নং ৭/

- ক. নিমজ্জমান মূলধন বলতে কী বোঝায়? ১  
খ. মূলধনের গতিশীলতা কীভাবে সৃষ্টি হয়? ২  
গ. কীভাবে মূলধন গঠিত হয়? ৩  
ঘ. দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'Y' কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত— বুঝিয়ে বল। ৪

#### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে মূলধন কেবল একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কোনো উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে।

**খ** মূলধনের গতিশীলতা বিভিন্নভাবে সৃষ্টি হতে পারে।

কোনো বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্য কোনো বিশেষ অঞ্চলে শ্রম পাওয়া গেলে বিনিয়োগকারীরা সেখানে মূলধন নিয়ে যায়। একটি দেশের বা বিশেষ অঞ্চলে যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নত থাকে তাহলে ওই অঞ্চলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। আবার নতুন এলাকায় উন্নয়ন কাজ শুরু হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে বলে সেখানে মূলধন স্থানান্তরিত হয়।

**গ** মূলধন গঠন মূলত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ওপর নির্ভর করে। একটি আধুনিক ও অবাধ অর্থনীতিতে মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া তিনটি স্তরে বিভক্ত, যথা— ১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি ২. সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদান এবং ৩. আর্থিক সঞ্চয়কে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর।

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি: পুঁজিবাদী ও মিশ্র পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কারবারি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় ও সরকারি সঞ্চয় থেকে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চয় সৃষ্টিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তিগত সঞ্চয় নির্ভর করে সঞ্চয়ের সামর্থ্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার ওপর। মূলত ব্যক্তি বা পরিবারের আয় ও ভোগ ব্যয়ের ওপর সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ভর করে। ভোগ ব্যয় স্থির থেকে ব্যক্তি বা পরিবারের আয় যত বাড়ে, তার সঞ্চয়ের পরিমাণও তত বেশি হয়। সঞ্চয়ের সামর্থ্যের পাশাপাশি সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকলে তবেই সঞ্চয় বাড়ে।

২. আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ব্যবহার: মূলধন গঠনের জন্য দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ করে তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যোগান দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারের আর্থিক ও রাজস্ব নীতি ইত্যাদির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।

৩. বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা: মূলধন গঠনের শেষ পর্যায়ে সঞ্চিত অর্থকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের রূপান্তর করা দরকার। এজন্য প্রয়োজন হলো দেশে সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক বুনিন্যাদ গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউল্লিখিত প্রক্রিয়ায় একটি দেশে মূলধন গঠিত হয়।

**ঘ** দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'Y' কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত বলে আমি মনে করি।

সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর ঋণ প্রদান ও পরিশোধের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন রয়েছে। সেগুলো পূরণ করলে তবেই ঋণগ্রহীতা ঋণ পান অন্যথায় নয়। ঋণের শর্তাদি কঠিন হলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতা তা পূরণ করতে পারেন না বলে ঋণই পান না। তবে সে অবস্থায় তিনি যদি আত্মবিশ্বাসী, উদ্যোগী ও সাহসী হন, তাহলে ঋণভাবে তার প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত বা বন্ধ হয়ে যায় না বরং তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলতেই থাকে ও মূলধন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকে। উদ্বীপকে 'Y' এর ক্ষেত্রেও এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা 'Y' তার ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে 'বাঁচতে দাও' প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। পাঁচ বছর পর তার প্রতিষ্ঠানটির আয় দাঁড়ায় ৭ লক্ষ টাকা। অবস্থানদুটো বোঝা যায়, 'Y' এর প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হয়েছে। এটি তার নিষ্ঠা, আত্মবিশ্বাস, নিরলস পরিশ্রম ও অটুট সাহস তথা একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলির স্বাক্ষর বহন করে। তাই তিনি যদি সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে প্রার্থিত ঋণ নাও পেতেন তাহলেও তার সম্পদের যে মূল্য দাঁড়িয়েছে ও তার ভেতরে একজন সফল উদ্যোক্তার যে গুণাবলি রয়েছে তার ভিত্তিতে



তিনি তার প্রতিষ্ঠান আগের মতোই পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন। এমনটি আশা করা উচ্চাভিলাষ নয়।

সুতরাং বলা যায়, দাতাগোষ্ঠী ও সরকার যদি মিসেস 'Y'-কে ঋণ না দিত তাহলেও তার মূলধন গঠন অব্যাহত থাকত।

**প্রশ্ন ১০** 'সোনার বাংলা' সিমেন্ট ফ্যাক্টরি মেঘনা ঘাটে অবস্থিত একটি সিমেন্ট উৎপাদন কারখানা। উক্ত কারখানায় স্থায়ী মূলধন নিয়োগ করা হয় ৫০০ কোটি টাকা, কাঁচামাল ক্রয়ে নিয়োগ করে ২০০ কোটি টাকা এবং শ্রমিকের মজুরি বাবদ ২ কোটি টাকা ব্যয় করে উৎপাদন শুরু করার পরও দশ বছরে প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্যভাবে মুনাফা অর্জন করতে পারে নি। পরবর্তীতে খালিদ জানতে পারেন যে, রাজশাহীতে আমের জুসের কাঁচামাল সহজলভ্য এবং তুলনামূলক স্বল্পব্যয়ী হওয়ায় যখন সিমেন্ট কারখানা বন্ধ করে সেখানে 'মেধা' জুস উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে 'মেধা' জুস দেশের বাইরেও সুনামের সাথে রপ্তানি হচ্ছে।

(রা. বো. '১৬/ প্রশ্ন নং ৬/

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. করের মাধ্যমে মূলধনের যোগান কীভাবে প্রভাবিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বিভিন্ন প্রকার মূলধন চিহ্নিত করে তার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

**খ** কোনো দেশে করের দ্বারা মূলধনের যোগান বিপরীতভাবে প্রভাবিত হয়। করের হার বাড়লে সঞ্চয় কমে যায় যা মূলধন গঠন বিঘ্নিত করে। ফলে মূলধনের যোগান কমে যায়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর করের হার বৃদ্ধি বা নতুন কর আরোপ করলে বিদ্যমান মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধনের সংযোজন তথা বিনিয়োগ কমে যায়। ফলে মূলধন গঠনের হারও কমে। এজন্য মূলধনের যোগানও কমে যায়। সুতরাং বলা যায়, করের মাধ্যমে মূলধনের যোগান বিপরীতভাবে প্রভাবিত হয়।

**গ** উদ্দীপকে স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয় মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যেসব মূলধনসামগ্রী উৎপাদন ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে স্থায়ী মূলধন বলে। এ মূলধন একবার ব্যবহার করলেই শেষ হয়ে যায় না, এগুলো বার বার ব্যবহার করা যায়। যেমন— ভারি যন্ত্রপাতি, কারখানাঘর, গুদামঘর ইত্যাদি। আবার, যে মূলধন উৎপাদন কাজে কেবল একবারই ব্যবহার করা যায় এবং একবার ব্যবহারের ফলে এর রূপগত পরিবর্তন ঘটে তাকে চলতি মূলধন বলে। যেমন— কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল। এক্ষেত্রে সিমেন্ট কারখানায় ব্যবহৃত পাথর, চুনাপাথর, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি হলো তার চলতি মূলধন।

'সোনার বাংলা' সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে স্থায়ী মূলধন এবং চলতি মূলধন ব্যবহৃত হয়েছে। এ ফ্যাক্টরিতে স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো ৫০০ কোটি টাকা। তাছাড়া ফ্যাক্টরিতে চলতি মূলধন রয়েছে ২০০ কোটি টাকা। আবার কারখানায় শ্রমিকদেরকে যে মজুরি প্রদান করা হয় তাও চলতি মূলধনের অন্তর্গত। সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে এ কাজে ২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। সুতরাং, সিমেন্ট কারখানাটিতে মোট স্থায়ী ও চলতি মূলধনের পরিমাণ হলো যথাক্রমে ৫০০ ও ২০২ কোটি টাকা।

**ঘ** উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, মেঘনা ঘাটে স্থাপিত সোনার বাংলা সিমেন্ট কারখানার উদ্যোক্তা খালিদ দীর্ঘ দশ বছরেও উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হননি। নতুন উদ্যোগ গ্রহণের কথা চিন্তা করতে গিয়ে তিনি রাজশাহীর সহজলভ্য আমের কথা জানতে পারেন। পরবর্তীতে তিনি তার মেঘনা ঘাটের সিমেন্ট কারখানাটি বন্ধ করে সেখানে 'মেধা' নামে আমের জুসের একটি কারখানা স্থাপন করেন। এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে মূলধনের বিভিন্ন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, মেঘনা ঘাটের সিমেন্ট কারখানাটির স্থলে আমের জুসের কারখানা স্থাপন করতে গিয়ে মূলধনের এক ধরনের ব্যবহার থেকে অন্য ধরনের ব্যবহারের বিষয় লক্ষ করা যায়। কারখানাটির রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় তার অনেকগুলো হাল্কা ও ভারি যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, ট্রাক, মাইক্রোবাস ইত্যাদি সিমেন্ট উৎপাদনের কাজ থেকে আমের জুস উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়েছে। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সিমেন্ট কারখানাটির কারখানাঘর, গুদামঘর, টিন, লোহার বার, আসবাবপত্র, দরজা-জানালা ইত্যাদিও জুসের কারখানায় লাগানো হয়েছে। এসব মূলধনসামগ্রীর এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারের মাধ্যমে মূলধনের ব্যবহারগত গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, উদ্যোক্তা তার সিমেন্ট কারখানা বন্ধ করে বিভিন্ন মূলধনসামগ্রী জুস কারখানায় লাগিয়েছেন। তাছাড়া কারখানাটির যেসব যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি জুস কারখানায় ব্যবহার করা যায়নি সেগুলো তিনি বিক্রি করেছেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত অর্থও তিনি জুস কারখানায় বিনিয়োগ করেছেন। এসবের মাধ্যমে মূলধনের শিল্পগত গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, খালিদ সাহেবের সিমেন্ট কারখানার স্থলে আমের জুসের কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে মূলধনের ব্যবহার ও শিল্পগত গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

**প্রশ্ন ১১** আবুল কালাম একজন ব্যবসায়ী। হরিদেবপুর বাজারে তার একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে, যাতে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা। এক বছর ব্যবসা পরিচালনার পর হিসাব করে দেখেন তার মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হয়েছে। পরবর্তী ছয় মাসে তিনি ৭০ হাজার টাকা মুনাফা লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি শহরে স্থানান্তর করবেন। তাছাড়া তার ২ লক্ষ টাকা স্থায়ী আমানত (FD) করা রয়েছে।

(দি. বো. '১৬/ প্রশ্ন নং ৬/

- ক. অর্থনীতিতে মূলধন কাকে বলে? ১
- খ. সঞ্চয় বাড়লেই মূলধন গঠন হয় না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা লক্ষ করা যায়? ৩
- ঘ. ব্যাংক ঋণ না পেলেও আবুল কালামের পক্ষে দোকানটি শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব— বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** যে উপাদান মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকে মূলধন বলে। যেমন— যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ইত্যাদি।

**খ** সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন হয় না। কারণ সঞ্চয়কৃত অর্থের যতটুকু বিনিয়োগ হয়, ততটুকু দ্বারা কেবল মূলধন গঠিত হয়।

মূলধন গঠন সরাসরি সঞ্চয়ের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। কোনো সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশি হবে মূলধন গঠনের পরিমাণ তত বেশি হবে। কিন্তু, সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তা সর্বদা বলা যায় না। কারণ বিনিয়োগ সঞ্চয় ছাড়াও বিনিয়োগ পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল। কাজেই, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামাজিক অবস্থা প্রতিকূল হলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লেই তা মূলধন গঠন বৃদ্ধি করে না।

**গ** উদ্দীপকে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা লক্ষ করা যায়। দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতিরিক্ত মুনাফার প্রত্যাশায় মূলধন স্থানান্তর করলে তাকে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা বলে। মূলধনের এরূপ গতিশীলতাকে ভৌগোলিক গতিশীলতাও বলা হয়। তাছাড়া মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা ঋণের সুবিধা ও সুদের হারের উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে।

উদ্দীপকের আবুল কালাম একজন কাপড় ব্যবসায়ী। তার হরিদেবপুরে একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে শহরে তার দোকানটি স্থানান্তর করবেন এবং তিনি মনে করেন এতে তার মুনাফা পূর্বের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, গ্রাম থেকে শহরে দোকানটি স্থানান্তর করায় এক্ষেত্রে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতা সৃষ্টি হবে।



ঘ) ব্যাংক ঋণ না পেলেও আবুল কালামের পক্ষে তার যে সম্পদ আছে তা দিয়েই দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।

আবুল কালাম তার সঞ্চিত ৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে হরিদেবপুর বাজারে একটি কাপড়ের দোকান দেন। এক বছর পরই তার মূলধন ৫ লক্ষ টাকা হয়। পরবর্তী ৬ মাসে তিনি আরও ৭০ হাজার টাকার মুনাফা লাভ করেন এতে তার মূলধনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, এছাড়া তার ২ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) রয়েছে। তিনি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করবেন। এখন যদি তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ না পান তাও দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে পারবেন। কারণ, তার হাতে মূলধন রয়েছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। তাছাড়া তার কাছে যে ২ লক্ষ টাকার স্থায়ী আমানত রয়েছে প্রয়োজনে তিনি তা ভাঙিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়াও গ্রামের দোকানের জমি লিজ দিয়েও তিনি কিছু টাকা পেতে পারেন। তাছাড়া গ্রামে ব্যবসা করতে গিয়ে তিনি যে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এখন তিনি তা কাজে লাগাতে পারেন এবং প্রয়োজনে তিনি তার আশপাশের ব্যবসায়ীদের থেকেও ধার নিতে পারেন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যাংক ঋণ না পেলেও নিজস্ব অর্থায়নের মাধ্যমে আবুল কালামের পক্ষে দোকানটি গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করা সম্ভব।

**প্রশ্ন ১২** করিম সাহেব একটি সুতা কারখানার মালিক। ৫,০০,০০০ টাকার প্রাথমিক মূলধন নিয়ে উৎপাদন শুরু করেন। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং যন্ত্রপাতির মেরামত বাবদ ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। সম্প্রতি সরকার সুদের হার হ্রাস, কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি, কর অবকাশ এবং বিনিয়োগের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করায় করিম সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করলেন।

/ক. বো. ১৬/এম নং ৮/

- ক. মূলধন কী? ১
- খ. দক্ষ মানবসম্পদ কীভাবে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. করিম সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের পদক্ষেপসমূহ করিম সাহেবের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই মূলধন বলে।

**খ.** দক্ষ মানবসম্পদকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগিয়ে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা যায়।

একটি বাড়ি অফিস না কারখানা ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হবে তা একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যবস্থাপকই বলতে পারেন। বিদ্যুৎ ব্যবহারের পারদর্শী প্রকৌশলীরাই জানেন, বিভিন্ন শিল্পে বিদ্যুৎ কীভাবে এবং কতটা ফলপ্রসূ উপায়ে ব্যবহার করা যাবে। মূলধনসামগ্রী একশিল্প থেকে অন্যশিল্পে, এক ধরনের ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারে লাগানোর ক্ষেত্রে কেবল দক্ষ উদ্যোক্তারাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এজন্য বলা হয়, মানবসম্পদ দক্ষ হলে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

**গ.** উদ্দীপকের আলোকে করিম সাহেবের নিট মূলধন পরিমাপ করা যায়। করিম সাহেব একটি সুতার কারখানার মালিক। ব্যবসায়টি আরম্ভ করতে গিয়ে তিনি একটি কারখানা ঘর ও গুদামঘর নির্মাণ করেছেন। সুতা উৎপাদনের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের হালকা ও ভারি যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন। যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। এসব ক্রয়ের জন্য তিনি এ যাবৎ ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। আবার কাঁচামাল বাবদ এখন পর্যন্ত ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করেছেন। করিম সাহেব কারখানা শুরু করার সময় যেসব যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছিলেন, এতদিন ব্যবহারের দরুন তার ক্ষয় ঘটেছে। এ ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য

তার ব্যয় হয়েছে ৪০,০০০ টাকা। এসবের প্রেক্ষিতে নিচে করিম সাহেবের নিট মূলধনের পরিমাণ নিম্নরূপভাবে নির্ণয় করা হলো:

মোট মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ

$$= (৫,০০,০০০ + ৪০,০০০) \text{ টাকা}$$

$$= ৫,৪০,০০০ \text{ টাকা।}$$

$$\therefore \text{ নিট মূলধনের পরিমাণ} = (৫,৪০,০০০ - ৫০,০০০) \text{ টাকা}$$

$$= ৪,৯০,০০০ \text{ টাকা।}$$

**ঘ.** করিম সাহেব বহু বছর ধরেই তার সুতার কারখানাটি পরিচালনা করে আসছেন। সামান্য মূলধন দিয়ে কারখানাটি স্থাপন করলেও পরবর্তীতে মূলধনের অভাবে তিনি তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটাতে পারেননি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সরকার উদ্যোক্তাদের মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো কীভাবে তার মূলধন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথমত, মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো সুদের হার হ্রাস। এখন দেশে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার সুদের হার হ্রাস করেছে। করিম সাহেব সরকার প্রদত্ত এ সুবিধা গ্রহণ করে কারখানাটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কম সুদে অর্থ-মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকার কলকারখানার উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য বিভিন্ন কাঁচামালের ওপর ভর্তুকি প্রদান করেছে। তাই বলা যায়, সুতার কাঁচামালের ওপর প্রদত্ত ভর্তুকি করিম সাহেবের সুতা উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করে অধিক সুতা উৎপাদনে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, সরকার এখন দেশে অনুরত অঞ্চলগুলোতে কলকারখানা স্থাপনের জন্য কর অবকাশের সুবিধা প্রদান করেছে। করিম সাহেব সরকার প্রদত্ত এ সুবিধাটি গ্রহণ করে সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কারখানাটির উন্নয়ন করতে পারেন।

চতুর্থত, বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টায় দেশে এখন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে। করিম সাহেব এ সুযোগ গ্রহণ করে তার কারখানার সম্প্রসারণ করতে পারেন।

সুতরাং বলা যায়, সরকার প্রদত্ত উপরিউল্লিখিত সুবিধাগুলো গ্রহণ ও যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে করিম সাহেব তার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারেন।

**প্রশ্ন ১৩** মি. রায়হান 'মুন এ্যাপারেলস' নামক একটি নিটওয়্যার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ২০ কোটি টাকা দিয়ে তিনি একটি চার তলা বাড়ি ও ৭০০টি অত্যাধুনিক সেলাই মেশিন কিনেন। এছাড়াও তার ৫ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র রয়েছে। ব্যাংক থেকে তিনি ৮ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং তা দিয়ে ৫ কোটি টাকার কাপড়, ১ কোটি টাকার সুতো, ১ কোটি টাকার বোতাম ক্রয় করলেন। আর শ্রমিকদের বেতন বাবদ খরচ করলেন ১ কোটি টাকা। তার নতুনভাবে কোনো ঋণ পাওয়ার সুযোগ নেই। তিনি মনে করেন, মূলধনের পরিমাণ বাড়তে পারলে উৎপাদন ও মুনাফা উভয়ই বাড়বে।

/ক. বো. ১৬/এম নং ৬/

- ক. ভাসমান মূলধন বলতে কী বোঝায়? ১
- খ. পেট্রোলকে কেন চলতি মূলধন বলা হয়? ২
- গ. মি. রায়হানের চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. মি. রায়হান কীভাবে মূলধন বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়তে পারেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক.** যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিংবা বিভিন্নভাবে কাজে লাগে তাকে ভাসমান মূলধন বলে।

**খ.** যেসব মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় বা অন্যরূপ ধারণ করে সেসব মূলধনকে চলতি মূলধন বলে। পেট্রোল সাধারণত কোনো কারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার তা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত হলে অন্যরূপ ধারণ করে অর্থাৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এজন্য পেট্রোলকে চলতি মূলধন বলে।



উদ্দীপকের আলোকে মি. রায়হানের চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যেসব মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় বা অন্যরূপ ধারণ করে সেসবই হলো চলতি মূলধন। এ হিসেবে মি. রায়হানের চলতি মূলধনের হিসাব করতে হলে তার ব্যবহৃত মূলধনের স্বরূপ জানা প্রয়োজন।

মি. রায়হান ২০ কোটি টাকা দিয়ে একটি চার তলা বাড়ি ও ৭০০টি অত্যাধুনিক সেলাই মেশিন কিনেছেন। বাড়ি ও সেলাই মেশিন বার বার ব্যবহৃত হয়; একবার ব্যবহৃত হলেই তা নিঃশেষ হয়ে যায় না। এজন্য তা চলতি মূলধনের অন্তর্গত নয়।

মি. রায়হান ব্যাংক হতে নেওয়া ৮ কোটি টাকার ঋণ থেকে ৫ কোটি টাকার কাপড় ক্রয় করেন। এটি পোশাকে রূপান্তরিত হয় বলে তা চলতি মূলধন হিসেবে গণ্য হয়। আবার ১ কোটি টাকার সুতা কাপড়ে পরিণত হয়। এটিও চলতি মূলধন। তাছাড়া তিনি শ্রমিকদের বেতন বাবদ ১ কোটি টাকা ব্যয় করেন, যা নিঃশেষ হয়ে যায়। এটি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। আবার মি. রায়হান ঋণের অবশিষ্ট টাকা বোতাম ক্রয়ে ব্যয় করেন। পোশাকের সৌন্দর্য ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হওয়ায় তার রূপান্তর ঘটে। এজন্য এটিও চলতি মূলধন হিসেবে বিবেচ্য।

সুতরাং, মি. রায়হানের চলতি মূলধনের পরিমাণ = (৫ কোটি + ১ কোটি + ১ কোটি + ১ কোটি) = ৮ কোটি টাকা।

উদ্দীপকটি পড়ে 'মুন এ্যাপারেলস' এর স্বত্বাধিকারী মি. রায়হানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। জানা যায়, ইতোমধ্যে তিনি তার সম্ভ্রম ও গৃহীত ব্যাংক ঋণের পুরোটাই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন ও পরিচালনার কাজে ব্যয় করে ফেলেছেন। এখন কোনো স্থান থেকে ঋণ পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় একমাত্র ভরসা হলো তার ৫ কোটি টাকার সম্ভ্রমপত্র যা তিনি এখনও কাজে লাগাননি। এক্ষেত্রে তাই তাকে মূলধন বাড়িয়ে অধিক উৎপাদন ও মুনাফা অর্জনের জন্য বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে হবে। নিচে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো:

প্রথমত, উৎপাদন কাজের সুবিধার জন্য তিনি কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িটিতেই বাড়তি স্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি বাড়িটির কয়েকটি ঘর গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি তার কারখানায় শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, যা মুনাফা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

তৃতীয়ত, কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িটিতে কাজের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তিনি সেখানকার নালা-নর্দমার সংস্কার, প্রাচীর নির্মাণ, বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন ইত্যাদি করতে পারেন। বাড়িটি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তা মেরামত ও রং করতে পারেন। তখন ভবিষ্যতে এটি অধিক উৎপাদনে এসব সহায়ক হবে।

চতুর্থত, তিনি বাজারে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন। এ পদক্ষেপ বিক্রয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

পঞ্চমত, মালামাল পরিবহনের জন্য তিনি কিস্তিতে একটি ট্রাক ক্রয় করতে পারেন। এর ফলে তার পরিবহন ব্যয় কমবে।

এভাবে মি. রায়হান মূলধন বৃদ্ধি করে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়াতে পারেন।

**প্রশ্ন ১৪** পঞ্চগড় জেলার দাইমুল সাহেবের চাকরির পাশাপাশি একটি পারিবারিক প্রকাশনা ব্যবসা আছে। সন্তোষজনক বেতন না পাওয়ায় তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ৫০ লক্ষ টাকা অবসর সুবিধা পান। এ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা পারিবারিক ব্যয়ের জন্য রাখেন। ১০ লক্ষ টাকায় একটি বাড়ি তৈরি করেন। ১৫ লক্ষ টাকায় ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে একটি দোকান ক্রয় করেন। ১২ লক্ষ টাকায় ঐ দোকানে বিক্রয়ের জন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য কিনেন। অবশিষ্ট টাকায় একটি লিচু বাগান ক্রয় করেন। প্রকাশনা ব্যবসা লাভজনক না হওয়ায় এ ব্যবসা ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে উক্ত টাকায় ভাড়ার উদ্দেশ্যে একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেন, যেটি বগুড়ায় দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে চলে।

(৮. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৯)

গ. দাইমুল সাহেবের স্থায়ী মূলধন চিহ্নিত করে তার পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মূলধনের কোন কোন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদনের কাজে লাগে তাকেই অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

**খ** খনির প্রাকৃতিক গ্যাস মূলধন নয়।

কারণ মূলধন হলো মানবসৃষ্ট সম্পদ অথচ প্রাকৃতিক গ্যাস হলো প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ। মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে, কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ আপনা-আপনিই উৎপাদিত হয়। এজন্য এর উৎপাদন খরচ নেই। মূলধন সমজাতীয় নয়, কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস সমজাতীয়। এসব বিষয় বিবেচনা করলে খনির প্রাকৃতিক গ্যাসকে মূলধন বলে গণ্য করা যায় না।

**গ** উদ্দীপকটি থেকে জানা যায়, দাইমুল সাহেবের যে সম্পদ আছে তার সবগুলোই এক ধরনের নয়। তার কিছু সম্পদকে চলতি মূলধন ও কিছু সম্পদকে স্থায়ী মূলধন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দাইমুল সাহেব চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অবসর গ্রহণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা অবসর সুবিধা পান। এ টাকার কিছু তিনি অস্থায়ী মূলধন ও কিছু স্থায়ী মূলধনের জন্য ব্যয় করেন। তিনি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে একটি দোকান ক্রয় করেন। এটি একটি স্থায়ী মূলধন, যা হঠাৎ করে নষ্ট বা নিঃশেষ হওয়ার নয়। কাজেই দোকান ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগিত ১৫ লক্ষ টাকা হলো তার স্থায়ী মূলধনের একটি অংশ।

আবার পেনশনের ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি তার দোকানে বিক্রির জন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্য ক্রয় করেন। এ পণ্যও স্বল্প সময়ে নষ্ট হয়ে যায় না। বাস্তবে কোনো কোনো ইলেকট্রনিক্স পণ্য বহু বছর ধরে টিকে থাকে। এ অবস্থায় দাইমুল সাহেবের কেনা ইলেকট্রনিক্স পণ্যকে স্থায়ী মূলধন হিসেবে গণ্য করা চলে।

এসব ছাড়াও প্রকাশনা ব্যবসা বিক্রি করে প্রাপ্ত ৪ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি ব্যবসায়ের কাজের জন্য একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেন। এটিও স্থায়ী মূলধন।

সুতরাং বলা যায়, দাইমুল সাহেবের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ হলো (১৫ লক্ষ + ১২ লক্ষ + ০৪ লক্ষ) = ৩১ লক্ষ টাকা।

**ঘ** দাইমুল সাহেব চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও কর্মক্ষম থাকতে চান। এ জন্য তিনি অবসর সুবিধা ও প্রকাশনা ব্যবসা বিক্রি বাবদ প্রাপ্ত টাকার বেশির ভাগ বিভিন্ন উৎপাদনক্ষম কাজে বিনিয়োগ করেছেন। এর ফলে তার অর্থ মূলধনের বিভিন্ন ধরনের গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথমত, দাইমুল সাহেব তার টাকা বাড়িতে বা ব্যাংকে অলসভাবে ফেলে না রেখে শহরে এনে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছেন। এর মাধ্যমে মূলধনের স্থানগত গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দাইমুল সাহেব তার টাকা দিয়ে ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে একটি দোকান কিনেছেন। তাছাড়া তিনি তার টাকা দিয়ে দোকানে বিক্রির জন্য ইলেকট্রনিক্স পণ্যও ক্রয় করেছেন। এ দুই ক্ষেত্রেই মূলধনের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমে মূলধনের ব্যবহারজনিত গতিশীলতার প্রকাশ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, তার ইলেকট্রনিক্স দোকানটি ইলেকট্রনিক পণ্য বিক্রির কাজে না লাগিয়ে অন্য পণ্যও বিক্রির কাজে কিংবা গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এসবই হলো মূলধনের ব্যবহারজনিত গতিশীলতার উৎস।

তৃতীয়ত, দাইমুল সাহেব প্রকাশনা ব্যবসা বিক্রি করে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করেছেন। এতে প্রকাশনা শিল্প থেকে পরিবহন শিল্পে অর্থ মূলধনের স্থানান্তর ঘটেছে। এক্ষেত্রে তাই মূলধনের শিল্পগত গতিশীলতার প্রকাশ ঘটে।

সুতরাং দেখা যায়, দাইমুল সাহেব তার মূলধন উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করেছেন। এ বিনিয়োগের ধরন পর্যালোচনা করে বলা যায়, এক্ষেত্রে মূলধনের স্থানগত, ব্যবহারগত ও শিল্পগত গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে।

ক. মূলধন কী? ১

খ. খনির প্রাকৃতিক গ্যাস কেন মূলধন নয়? ২